সংবাদ

তারিখ 19 JAN [illegible]
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

ছাত্রলীগের আবদার

ফেল করলেও পাস করিয়ে দিতে হবে

পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রদের পাস করিয়ে দেয়ার দাবিতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে গত রোববার ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। গত সোমবার সহযোগী দৈনিক এ খবরটি দিয়েছে। এ হামলায় আহত হয়েছেন তিন শিক্ষক ও সাধারণ কর্মচারীসহ ১০ জন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনস্টিটিউট বন্ধ করে দিয়েছে। গত সোমবার সকাল ৮টার মধ্যে ছাত্রদের হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আহত তিন শিক্ষক হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

খবর অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় বিভিন্ন বিভাগের ৫০৩ জন ফেল করে। এর মধ্যে কেউ এক বিষয় কেউ দুই বিষয়ে রেফার্ড পায়। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের নিয়ম অনুসারে ৪০ দিন পর এসব ছাত্রের আবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চলতি মাসের ৩ তারিখ রেফার্ড পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়। এখানে ফেল করে ৫৫ জন। ১২০ নম্বরের পরীক্ষায় এদের অধিকাংশের নম্বর শূন্য থেকে ১০-এর নিচে ছিল। এই নম্বরপ্রাপ্ত 'কীর্তিমান' পরীক্ষার্থীসহ ফেল করাদের পাস করিয়ে দিতে হবে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের এটাই দাবি। কারণ ফেল করাদের বেশিরভাগই ছাত্রলীগ ক্যাডারভুক্ত। শিক্ষার্থী হিসেবে ছাত্রলীগের এ অনভিপ্রেত দাবি এবং দাবি না মানায় তাদের তাণ্ডব সৃষ্টির ঘটনার আমরা নিন্দা করছি।

দু-একদিন আগে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের একটি প্রতিনিধিদলের উদ্দেশে ভাষণদানকালে বলেছিলেন, ছাত্রলীগের প্রতিটি কর্মীকে লেখাপড়া করতে হবে। সবার আগে মানুষ হতে হবে। তারও কিছুদিন আগে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের এমনই একটি হাঙ্গামা সৃষ্টির জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন কতগুলো গুণ্ডা-বদমাশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করছে না। এরই মধ্যে ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে গত রোববার ছাত্রলীগের তাণ্ডব সৃষ্টির এ ঘটনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী কী বলবেন। লেখাপড়া করা তো দূরের কথা। এখন ছাত্রলীগ পরীক্ষায় ফেল করলেও এবং শূন্য পেলেও তাদের পাস করিয়ে দেয়ার সহিংস আবদার করা হচ্ছে। সুতরাং একে কী ধরনের অগ্রগতি বলা যাবে সেটাই বিচার্য। নিজেদের ক্ষমতার আশীর্বাদপুষ্ট মনে করে দেশব্যাপীই সরকারের এই ৪টি বছর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রলীগ হামলা এবং সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালিয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিরোধে হত্যাও করেছে সহকর্মীদের। ছাত্রলীগের তাণ্ডবে সহিংসতা ঘটলেই কেবল তা পত্রিকার পাতায় আসে। বাস্তব হলো দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ছাত্রলীগের দোর্দণ্ড নেতিবাচক প্রতাপের শিকার। অসহায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এ ঘটনায় অপরাধী এবং জড়িত ছাত্রলীগের ক্যাডারদের বহিষ্কার করতে হবে আর এই বহিষ্কার শুধু ইনস্টিটিউট থেকেই নয়, খোদ দল থেকেও এদের বহিষ্কার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-কর্মচারীদের আহত করার অপরাধে এদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে হবে।

৪ বছরের শাসনামলে সরকারের যেসব জায়গায় অসফলতা হয়েছে তার জন্য এর সিংহভাগ দায়ী ছাত্রলীগের একশ্রেণীর ক্যাডার। সরকারকেই এর রাজনৈতিক খেসারত দিতে হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি আক্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও এর খেসারত দিতে হচ্ছে। এদের নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারার দায়ভার নিলেই চলবে না, সরকারকে ছাত্রলীগের 'সন্ত্রাসী চরিত্রের' বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রলীগের ঔদ্ধত্যের সর্বশেষ দৃষ্টান্ত গত সোমবার ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ হল ত্যাগের নির্দেশ দিলেও এরা সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে হল দখলেই রেখেছে।